২৫-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র থাকার শপথ নেওয়া-ই হল প্রকৃত রাখী-বন্ধন, বাবা কল্পে একবারই এই রাখী বাচ্চাদের পরিয়ে দেন"

প্রশ্ন :- যারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তাদেরও যোগে থাকার ইঙ্গিত দেওয়া হয় কেন ?

উত্তর :- কারণ যোগের শক্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শান্ত করতে পারো। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তির বর্সা প্রদান করার উপায় হল যোগ। তোমরা বাবাকে স্মরণ কর - বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে দিতে। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই মায়ার প্রভাব পড়বেনা। বাবার হল এই আদেশ - বাচ্চারা, অশরীরী ভব।

গান :- ভাই আমার রাখীর বন্ধনের মান রেখো .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের জন্যে বেহদের বাবার আদেশ হল যে অশরীরী হয়ে থাকো অর্থাৎ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে এই কর্মেন্দ্রিয় থেকে নিজেকে আলাদা ভাবো। এই শরীরটি ডিপেন্ড করে অর্থাৎ নির্ভর করে আত্মার উপরে। আত্মা আলাদা হয়ে গেলে শরীর কোনো কাজের থাকেনা, যাকে তারপরে পোড়ানো হয়। যখন আত্মা বেরিয়ে যায় তখন মৃত শরীর যেন আবর্জনা হয়ে যায়। আবর্জনা হয়ে যায় তো বলা এই আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলো। আত্মা ব্যতীত এই শরীর কোনো কাজের নয়। সুতরাং অহম্ আত্মা হলাম ইম্মর্টাল অর্থাৎ আমি আত্মা হলাম অমর। এই শরীর যা পার্ট প্লে করার জন্যে প্রাপ্ত হয়েছে, সেটা হল বিনাশী। আত্মা বেরিয়ে গেলে এই শরীর কোনো কাজের থাকেনা। দুর্গন্ধ বেরোয়। শরীর ব্যতীত আত্মা সাইলেন্স থাকে। বাবা বোঝান তোমাদের আত্মার স্ব ধর্ম হল সাইলেন্স। তোমরা জানো আমরা আত্মারা বাস্তবে হলাম পরমধাম নিবাসী। পরম পিতা পরমাত্মা সেখানেই বাস করেন। যখন দুঃখ হয় তখন বাবাকে স্মরণ করা হয় - আমায় এই দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। আত্মা-ই সুখ দুঃখ অনুভব করে। অনেক সন্ন্যাসীগন বলেন যে আত্মা হল নির্লিপ্ত কিন্তু নয়, আত্মাতেই খাদ পড়ে। খাঁটি সোনায় রুপা মেশালে সোনা ২৪ থেকে ২২ ক্যারেট হয়ে যায়। খাঁটি সোনায় খাদ মিশিয়ে গহনার জন্যে সোনা তৈরি করা হয়। আত্মা হল মুখ্য। আত্মাদের পিতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি-ই এসে বাচ্চাদেরকে বলেন এখন দেহের ভান ত্যাগ করো। আমি আত্মা, আমি পিতার কাছে ফিরে যাই। আমরা হলাম পাণ্ডব। এই হল পাণ্ডবদের প্ল্যান। প্রথমে যাদব ইউরোপবাসী তারপরে কৌরব এবং এরা হল পাণ্ডব। সঠিকভাবে মহাভারী যুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে জয়জয়কার হয়েছিল। এই রাজ যোগ হল নতুন দুনিয়া স্বর্গের জন্যে। পাণ্ডবদের হয়েছিল জয়জয়কার, আর সবকিছু শেষ হয়েছিল। জয়জয়কার হয় সত্যযুগে।

রাখী বন্ধনের উৎসব ভারতবাসীরা পালন করে। রাখী পরানো হয়। এখন বাচ্চারা একথা জানে যে রাখী একবারই পরানো হয়, যার দ্বারা আমরা ২১ জন্ম পবিত্র থাকি। সুতরাং কলিযুগের অন্ত কালে রাখী বাঁধবার কেউ চাই। কে এসে রাখী বাঁধে? কে প্রতিজ্ঞা করায় ? স্বয়ং বাবা এবং যারা তাঁর বংশাবলী ব্রাহ্মণ আছে তারা। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হলে তোমরা। ব্রাহ্মণরা রাখী বেঁধে দেয়। বোনেরা ভাইকে রাখী বাঁধে - এটাও হল মিথ্যা। গুরুজনেরা জানেন - পূর্বকালে ব্রাহ্মণরা-ই এসে সূতো দিয়ে রাখী পরিয়ে দিতেন। তারা এমন বলতেন না যে তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্রতা কি - তারা জানতেন না। অর্থাৎ এই রাখী উৎসব তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গমে হয়েছে। কত বছর হয়েছে ?

৫ হাজার বছর। সঙ্গমে বাবা রাখী বেঁধেছিলেন তারপরে আমরা সত্যযুগ-ত্রেতা অন্ত অব্দি পবিত্র থাকি তারপরে পরবর্তী সময়ে ভক্তিমার্গ থেকে এই রাখী উৎসব আরম্ভ হয়েছে। বলা হয় - এই উৎসব পরম্পরা ধরে পালন হচ্ছে। কিন্তু এমন তো নয়। ৫ হাজার বছরে আমরা একবার-ই রাখী পরি। যখন দ্বাপর থেকে পতিতে পরিণত হই তখন প্রতি বছর রাখী পরানো হয় কারণ অপবিত্র হয় সবাই । যেমন প্রতি বছর রাবণের দহন করা হয় , তেমনভাবে প্রতি বছর রাখীও বাঁধা হয়। বাস্তবে এসবের অর্থ এখন তোমরা বুঝেছ। বাবা এসে বলেন - বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করো । রাখী বাঁধলে কিছু হয়না। এতে তো শপথ নেওয়া হয় যে - বাবা, আমরা এখন পবিত্র থাকবো। তাই ড্রামায় এইসব উৎসব নির্দিষ্ট আছে। সত্যযুগ - ত্রেতায় রাখী বন্ধনের প্রয়োজন থাকেনা। সেটি তো হলই ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বা পাপমুক্ত দুনিয়া। এইসময় আমাদের হল আরোহণ কলা (আত্মার কোয়ালিটি উপরে উঠছে) । তারপরে তো নামতে হয়। আমরা আবার সেই সতোপ্রধান দেবতায় পরিণত হব। ব্রাহ্মণ বলে আমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান তারপরে সেই দেবতা রূপে পরিণত হব। পরিণত করছেন পরমপিতা পরমাত্মা। মানুষ থেকে দেবতায় পরিবর্তন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা করেন। মানুষ করতে পারেনা। তারা মানুষের নাম লিখেছে। কৃষ্ণকেও দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও কলিযুগের অন্ত সময়ে। তারপরে আবার সত্যযুগ আসবে। কৃষ্ণ যদি দ্বাপরে আসবেন তো কলিযুগের নাম তো লুপ্ত হওয়া উচিত। এই কথাটি ভুল , যখন ভুল হবে তখন বাবা এসে ঠিক করবেন তাইনা। এখন সবই মিথ্যা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া ..... । বাবা এসে বাচ্চাদের সত্য স্বরুপে পরিণত করেন। সত্যযুগ-ত্রেতায় কখনও মিথ্যা বলা হয়না। এখানেতো পাপ কর্ম করে মিথ্যা কথাও বলে। পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মা বাবা-ই এসে তৈরি করেন। যেমন দীপাবলী উৎসবে সম্পূর্ণ বছরের হিসাব-নিকেশ মেটানো হয়। তোমাদের অর্ধকল্পের পাপের খাতা ভস্ম হয় এবং পুণ্যের খাতা তোমরা জমা করতে থাকো। এখানেই জমা করবে তবেই ২১ জন্মের ফল প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। নতুন পাপ কর্ম করা উচিত নয়। পুরানো খাতা শেষ করতে হবে। বাবাকে বলে বাবা আমার দ্বারা এই পাপ হয়েছে। আচ্ছা, অর্ধেক মাফ । এই জীবনেও ছোট বয়সের পাপ কর্ম বাবাকে জানিয়ে দিলে অর্ধ দন্ড ক্ষমা হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেকের জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। এই জন্মের জীবন কাহিনীর আধারে পূর্ব জন্মের কর্ম কাহিনীর জ্ঞান হয়ে যায় কারণ সংস্কার তো নিয়েই আসে তাইনা। তখন তাদের অবস্থার জ্ঞান হয়ে যায়। এই কথা তো বুঝতে পারে যে দিন প্রতিদিন পতন হয়েছে। দুনিয়া তমোপ্রধান হয়েছে। পাপের বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সময়ে পতিত-পাবন বাবা এসে রাখী বাঁধেন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করান ফলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। পরম্পরা অনুযায়ী অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে বাবার কাছে এই সত্য প্রকৃত রাখী বাঁধা হয় সেই নিয়ম পরম্পরা রূপে অর্ধকল্প প্রচলিত হয় । যার গুরুত্ব অনেক। সর্বপ্রথম গুরুত্ব হল রাখী বন্ধন। এই উৎসবটি হল মুখ্য। উঁচু থেকে উঁচু উৎসব হল শিব জয়ন্তী, যে বিষয়ে কারো জ্ঞান নেই তিনি কবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন ? ইব্রাহিম, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট ইত্যাদি কবে এসেছেন সেসব তো সবাই জানে তাইনা। তাদের পূর্বে সত্যযুগ ত্রেতায় কি ছিল - সেই হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি কেউ জানেনা। দেবী-দেবতাদের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়েছে, কত সময় সেসব চলেছে - এইসব কেউ জানেনা। মুখে বলে - সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন মহারাজা-মহারানী। তাঁদেরও শৈশব হওয়া উচিত। শৈশবের কথা কারো জানা নেই। রাধে-কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। এইসব মানুষের নিজস্ব কল্পনা। সত্যযুগের আয়ুও লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে, এত বছর তো হওয়া উচিত নয়। নিজেরা বলে - ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। তাহলে সত্যযুগের এত বছর কেন বলেছে ? এ তো সহজ

কথা তাইনা ! কিন্তু মায়া পাথর বুদ্ধি করে দিয়েছে যার ফলে একেবারেই ভুলে গেছে যে আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। নম্বর ওয়ান যখন নারায়ণ রূপ ধারণ করেন তখন তাঁরও এই জ্ঞান থাকেনা। জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। বাবা বলেন এখন তোমাকে জ্ঞান প্রদান করি - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। দেবতায় পরিণত হয়ে গেলে আর কি শেখানো হবে ? প্রয়োজন-ই নেই। সুতরাং রাখী উৎসবের কথাও তোমরা জানো। এইসব উৎসব প্রতি বছর পালন হয়। কুম্ভ মেলা, সাগর-নদীর মেলার খুব বিশাল আয়োজন হয়। সাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মেলা বিখ্যাত। সাগর হলেন পিতা। সেই সাগর থেকে সর্বপ্রথম ব্রহ্ম পুত্র নদীর উৎস হয় , তারপরে সেই নদীর বৃদ্ধি ঘটে। সাগর ও ব্রহ্মপুত্রের মেলা স্পষ্ট দেখা যায়। আবার হয় নদীর মিলন মেলা, যাতে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জলের সমাগম দেখা যায়। সেখানেও প্রতি বছর মেলার আয়োজন হয়। প্রতি বছর পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে স্নান করে। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে আছো। যথাযথভাবে এই সময়ে তোমরা জ্ঞান সাগরের সঙ্গে মিলিত হও। এই হল সঙ্গমের শোভনীয় সময় যখন আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো - যা উৎসব পালন হয় সেসব এই সময়েরই। আজ হল রাখী বন্ধন। বাবা কিছু রাখী সঙ্গে এনেছেন। এবারে বাবা জিজ্ঞাসা করছেন - কারা কারা শিববাবার কাছে রাখী বাঁধতে চাও হাত তোলো (প্রথমে দু চার জন হাত তুলেছে) বাবা আবার বললেন - শিববাবার কাছে কারা রাখী বাঁধতে চায় হাত তোলো । (মেজরিটি হাত তুলেছে) বাপদাদা বললেন - তোমরা সবাই কি এখনও পবিত্র হওনি যে রাখী বাঁধতে চাইছ ? তখন বাপদাদা মাম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন তো মাম্মা বললেন রাখী তো বাঁধা আছে । দেখো, বাবা বাচ্চাদের পরীক্ষা করলেন তাতে সবাই ফেল হয়ে গেল। মাম্মা ঠিক বলেছেন। তোমরা তো পবিত্র হয়েই আছো । বাকি জ্ঞানের ধারণার উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। খাজানা তো প্রাপ্ত হতেই থাকবে। যত দিন বাঁচবে ততদিন খাজানা একত্র করতে থাকো। তোমরা নিশ্চয় পবিত্র তো হয়েছ কিন্তু স্মরণে থাকলে তোমরা বায়ুমন্ডলকে শান্ত কর। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শান্তির বর্সা প্রদান করছ। পবিত্রতার-ই প্রতিজ্ঞা করা হয়। বাবাকে স্মরণ কর - শান্তি স্থাপনের জন্যে। এই কথাও তোমরা জানো বাবাকে যত স্মরণ করবে মায়ার প্রভাব পড়বেনা। মায়ার ঝড়ও আসে কিনা। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পড়িয়ে ত্রিকালদর্শী করছেন । ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। তোমাদের বিস্মৃতি-ও ড্রামাতে আছে তাই আমায় আবার আসতে হয় - বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের রাজ যোগ শেখাতে। শিব জয়ন্তী পালন হয় কিন্তু কেউ অর্থ বুঝতে পারেনা। বাবা রাখী এনেছিলেন কারণ একজন নতুন বাচ্চা এসেছিল। এই ভাবে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিতে হয়। বাবা আমরা রাখী পরি। আমরা পবিত্র হয়ে বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করব কারণ এতে পবিত্রতা হল ফার্স্ট। বেহদের বাবা বলেন অর্ধকল্প তোমরা বিষয় সাগরে অনেক ডুবেছ। এইটি হল কুম্ভী পাঁক নরক। ৬৩ জন্ম ডুবেছ এখন প্রতিজ্ঞা কর - বাবা, আমিও পবিত্র দুনিয়ায় গিয়ে সুখের বর্সা নেব। কিন্তু সাহস নেই। এই হল জ্ঞান মান সরোবর। এতে জ্ঞান স্নান করলে মানুষ স্বর্গের পরী হয়ে যায়। ভারতবাসী লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির মন্দির তৈরি ক'রে কিন্তু তারা জানেই না লক্ষ্মী নারায়ণ কবে এসেছিলেন, সুতরাং এই হল অন্ধ শ্রদ্ধা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখন নিজের মতন মাস্টার জ্ঞান সাগর করে তুলছেন। যেমন ব্যারিস্টার পড়ে নিজের মতন তৈরি করেন , তারপরে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পাস করে। এইটিও হল পড়াশোনা। মুখ্য উদ্দেশ্যটি ক্লিয়ার লেখা আছে। শিববাবার চিত্রও আছে। কিন্তু কিছুই বোঝেনা।

গায়ন করে পতিত-পাবন সীতারাম। এইটি হল রাবণ সম্প্রদায় তাই বাবা বলেন নিজের চেহারা দেখো - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়েছ ? নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো ? তোমার আত্মার পিতা কে ? তাঁকে না জানলে তো তোমরা হলে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী । তাহলে নাস্তিক হয়ে লক্ষ্মীকে বরণ করবে কিভাবে ? তোমরা জানো আমরা বানর সম্প্রদায় ছিলাম। এখন আমরা শ্রী নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি। বাবা বলেন আমি তোমাকে মায়া রাবণের রাজ্য থেকে লিবারেট করতে এসেছি। তারপরে কখনও আর রাবণের প্রতিমূর্তি দহন করবেনা। এইসবই হল বুঝবার কথা। যত পুরুষার্থ করবে ততই ভালো বর্সা পাবে। বাবা বলতে পারেন - তোমরা এইসময়ের পুরুষার্থ অনুসারে কি রূপে পরিণত হবে ? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা, বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পুরানো বিকর্মের খাতা শেষ করে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। স্মরণে থেকে শান্তির বায়ুমন্ডল তৈরি করতে হবে।

২) পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে পবিত্র থাকার প্রকৃত রাখী প্রত্যেককে পরাতে হবে।

বরদান :- একমাত্র বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থেকে সব কিছু থেকে সেফ থাকতে পারা মায়াপ্রুফ ভব

ব্যাখা: যে বাচ্চারা একমাত্র বাবার ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে থাকে তারা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশন থেকে, বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে, কারণ মগ্ন থাকা অর্থাৎ বাবার মতন শক্তিশালী সবকিছু থেকে সেফ বা সুরক্ষিত থাকা। মগ্ন থাকা অর্থাৎ নিমজ্জিত থাকা, যে নিমজ্জিত থাকে সে-ই মায়াপ্রুফ হয়। এটাই হল সহজ পুরুষার্থ, কিন্তু সহজ পুরুষার্থের নামে কেয়ারলেস হবেনা। কেয়ারলেস পুরুষার্থীর মন ভিতরে ভুল বুঝতে পারে আর বাইরে থেকে নিজের মহিমার গীত গায়।

স্লোগান - পূর্বজ স্থিতিতে স্থির থাকো তাহলে মায়া এবং প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।